ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে

আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্র আইসিটিনির্ভর হয়ে পড়েছে। এর ফলে কাজের গতি যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতাও বেড়েছে বহুগুণে। এ কথাটি আমাদের কমপিউটিং জীবনযাত্রায় অপরিহার্য বাস্তবতা। কিন্তু এর পাশাপাশি আরেকটি বাস্তবতা হলো, আমাদের ক্রমবর্ধমান কমপিউটিং নির্ভরতাকে কলুষিত করতে একশ্রেণির দুষ্ট চক্রও গড়ে উঠেছে। এর ফলে বলা যায়, আমাদের কমপিউটিং জীবনযাত্রা কোনোভাবেই পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত নয়।

ভাইরাস, ম্যালওয়্যার, হ্যাকার প্রভৃতি আমাদের কমপিউটার নেটওয়ার্কে হামলা চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নেয়ার পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে আসছে প্রতিনিয়তই। এ তথ্যের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় কমপিউটারের অ্যান্টিভাইরাস ও নিরাপত্তা সেবা দেয়া রুশ প্রতিষ্ঠান ক্যাসপারস্কি ল্যাব প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে। ক্যাসপারস্কি ল্যাব প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চলতি বছর বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ২৫ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সব ধরনের ওয়েবসাইটই কমবেশি সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার, ই-মেইল সেবা জি-মেইল ইত্যাদি। কমপিউটারে অ্যান্টিভাইরাস ও নিরাপত্তা সেবা দেয়া রুশ প্রতিষ্ঠান ক্যাসপারস্কি ল্যাব প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে ভয়ঙ্কর সব তথ্য উঠে এসেছে।

এই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, ১১ শতাংশ ব্যক্তির ই-মেইল আক্রান্ত হয়েছে এবং ৭ শতাংশের অনলাইন ব্যাংকিং বা শপিং অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা তাদের পেজে আসা বিভিন্ন লিঙ্কে প্রবেশ করে মূলত হামলার শিকার হয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে সাইবার অপরাধীদের জন্য ওই ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট হ্যাক সহজ হয়ে যায়।

ক্যাসপারস্কি গবেষকদের মতে, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই সাইবার হামলার ঘটনা বেড়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও ভারতে গত এক বছরে হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। একটি জরিপে উঠে এসেছে, অনলাইনে বিভিন্ন সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা পাসওয়ার্ডের বিষয়ে সচেতন নন বলেই এমন ঘটনা ঘটেছে। জরিপে বলা হয়েছে, ৩২ শতাংশ অনলাইন ব্যবহারকারী তাদের পরিচিত কারও অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার সংবাদ জেনেছেন। মাত্র ৩৮ শতাংশ ব্যবহারকারী অনলাইন সেবার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করছেন বলে সুরক্ষিত রয়েছেন।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে আইসিটিনির্ভর ব্যবসায়, ব্যাংকিং, ই-কমার্স ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। তবে এখনও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় হ্যাকারদের টার্গেটে পরিণত হয়নি। সুতরাং যারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন এবং ইন্টারনেটে কেনাকাটা করছেন, তাদেরকে এখন থেকেই আরও সতর্ক হতে হবে কমপিউটিং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে। কেননা, এ ক্ষেত্রে সরকার বা আমাদের দেশে আইসিটিসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো পুরোপুরি উদাসীনই বলা যায়। তাই এ মুহূর্তে রক্ষাকবচ হিসেবে প্রত্যেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কঠিন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেমন উচিত, তেমনি অচেনা লিঙ্কে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আবদুল মোতালিব
মিরপুর, ঢাকা

দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের যাত্রা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনীমূলক ও আন্তর্জাতিক মানের উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম নেয়া হয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে দেশে উদ্ভাবনীমূলক ও আন্তর্জাতিক মানের উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারে অবস্থিত দেশের প্রথম এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক।

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে সম্প্রতি প্রধান অতিথি হিসেবে পার্কের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বরাদ্দ পাওয়া প্রথম চারটি কোম্পানিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জায়গা বুঝিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া এই পার্কের চতুর্থ তলায় অবস্থিত স্টার্টআপ ইনকিউবেটরে যাতে সঠিক স্টার্টআপগুলো জায়গা বরাদ্দ পায় তার উদ্দেশ্যে 'Connecting Start Ups Bangladesh' শীর্ষক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

আইসিটি ডিভিশন ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) ও বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)।

দেশে উদ্ভাবনীমূলক ও আন্তর্জাতিক মানের উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে ১০টি উদ্যোগকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে এক বছরের জন্য বিনামূল্যে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে। সেখানে উচ্চগতির ইন্টারনেট, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বড় কনফারেন্স রুম ব্যবহারের সুবিধাসহ তাদের বিনিয়োগ সমস্যা সমাধান, মানোন্নয়নসহ উদ্যোগটি যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া ভালো উদ্যোগগুলো স্টার্টআপ ইউকিউবেটরে জায়গা ভাড়া নিতে পারবে। এ ধরনের উদ্যোগ খুঁজে পেতেই 'Connecting Start Ups Bangladesh' প্রতিযোগিতার আয়োজন।

মাসব্যাপী এই প্রতিযোগিতার জন্য www.ictd.gov.bd/connectingstartups বা www.connectingstartupsbd.net লিঙ্ক থেকে আবেদন করা যাবে। আবেদন করা স্টার্টআপগুলো পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচিতদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত দুই শতাধিক স্টার্টআপ নিয়ে 'Connecting Start Ups Bangladesh' বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারে অবস্থিত দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে উদ্ভাবনীমূলক ও আন্তর্জাতিক মানের উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে যে ১০টি উদ্যোগকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে এক বছরের জন্য বিনামূল্যে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে তা যেন যথার্থ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এর অন্যথা হলে সরকারি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, যা আমাদের কারও কাম্য নয়।

বেলাল আহমেদ
শমসেরপুর, গোপালপুর

বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০১৫

বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সারদেরকে উৎসাহ দিতে এবং আউটসোর্সিংকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) দেশে এ বছর ৬৪টি জেলা থেকে সেরা ৫৮ ফ্রিল্যান্সার তথা আইটি উদ্যোক্তাকে এই অ্যাওয়ার্ড দেয়।

প্রতিবারের মতো এবারও স্বীকৃতি পেল দেশে আউটসোর্সিংয়ে সেরা প্রায় একশ' আউটসোর্সিং পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) উদ্যোগে পঞ্চমবারের মতো গত ২ নভেম্বর রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (আইডিইবি) মিলনায়তনে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০১৫' শীর্ষক অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়।

আউটসোর্সিংকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ বছর ৬৪টি জেলা থেকে সেরা ৫৮ ফ্রিল্যান্সার তথা আইটি উদ্যোক্তাকে এই অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ক্যাটাগরিতে ৮ জন এবং ৩ জনকে নারী ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরিতে ১৫টি কোম্পানি আউটসোর্সিং খাতে বিশেষ অবদানের জন্য বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড পায়। এবারই প্রথম স্টার্টআপ কোম্পানি ক্যাটাগরিতে ১০টি কোম্পানিকে অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়।

বেসিসের এ ধরনের কার্যক্রম আগামীতেও অব্যাহত থাকবে–এ প্রত্যাশা আমাদের সবার।

পাভেল
দক্ষিণ মুগদা, ঢাকা